মেহেরপুরের বলিয়ারপুরে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রাম বিএনপি’র আয়োজনে বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বাদ আসর বলিয়ারপুর পুর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে শোক সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সাবেক ইউপি সদস্য মহিউদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজি লিয়াকত আলী সর্দার, বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম মল্লিক, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান শামসুল আলম।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, সাবেক যুবদল সভাপতি আরিফ হোসেন। এসময় উপস্হিত ছিলেন বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর মাস্টার, আলিহিম, হায়দার, বজলু, হুমায়ুন কবির, লস্কর আলী, শামসুল আলম, ফরিদ হোসেন, রফিক, সুরুজ, মিলন, আবুল কালাম, সিরাজুল ইসলাম সহ পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র বিভিন্ন গ্রামের নেতৃবৃন্দ।

গাংনীর নওয়াপাড়ায় আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হলো অসুস্থ গরুর মাংস, বিক্রেতার জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারে অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রির দায়ে আফেজ আলী নামের এক মাংস ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে পরিচালিত অভিযানে উপজেলা সহকারী কমিশনার

(ভূমি) নাবিদ হোসেন এই দণ্ড প্রদান করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত মাংস বিক্রেতা হলেন আফেজ আলী (৫০)। তিনি গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের আব্দুল সামাদের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, নওয়াপাড়া বাজারে অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় আফেজ আলীকে পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১-এর ২৪(১) ধারায় ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এসময় জব্দকৃত মাংস বিধি মোতাবেক অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিযানে উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন আরিফুল ইসলাম এবং গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয়রা মাংসে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেন। খোজ নিয়ে জানা গেছে, নওয়াপাড়া বাজারে মাঝে মাঝে কসাইরা এমন অসুস্থ পশু জবাই করে মাংস বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। এ বাজারে আরও বেশি বেশি প্রশাসনের নজরদারী বৃদ্ধির দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে মনোহারী গুদামঘরে অগ্নিকান্ড: লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে মনিরুল মনোহারী গুদামঘরে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে। গ্তকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, রাতে গাংনী বাজারের থানা মোড়স্থ মনিরুল মনোহারীর গুদামঘর থেকে ধোয়া বেরাতে দেখে বাজারের কয়েকজন ব্যক্তি। পরে বিষয়টি মনোহারীর মালিক মনিরুল ইসলামকে জানালে,

তিনি এসে গুদামঘর খুলেন। এসময় দোকানের মালামাল পুড়তে দেখে স্থানীয় বামন্দী ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

অগ্নিকান্ডে আনুমানিক এক লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে বলে জানান, গুদামঘর মালিক মনিরুল ইসলাম।

গণভোট সম্পর্কে জনগণকে জানাতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, গণভোটের প্রচার-প্রচারণা বিষয়ে লিফলেট বিতরণ, স্থানীয় টিভি চ্যানেলে প্রচার, মাইকিং, ব্যানার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন সভা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তাব এসেছে। গণভোট আসলে কী; তা আমাদের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, জুমার দিনে প্রতিটি মসজিদে গণভোট বিষয়ে প্রচার চালানো যেতে পারে। সামনে বেশ কয়েকটি শুক্রবার রয়েছে। জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি কর্মকর্তা যদি জুমার দিনে মসজিদে গিয়ে জনগণকে গণভোট বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন, তাহলে তা একটি ভালো উদ্যোগ হবে বলে আমি মনে করি।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গণভোটের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ বিষয়ে এক মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি।

জেলা প্রশাসক আরো বলেন, স্থানীয় চ্যানেলে প্রচারের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও তৈরি করে জেলা তথ্য অফিসে প্রদান করা হবে। এরপর ইউনিয়নভিত্তিক প্রচার-প্রচারণা শুরু করা হবে, যেহেতু প্রত্যেক ইউনিয়নে প্রশাসক রয়েছেন। পাশাপাশি শহরের সকল সরকারি অফিসের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি টিম গঠন করে প্রত্যেকটি গ্রামের হাটের দিনে হাটে গিয়ে গণভোটের প্রচার চালানো হবে।

এছাড়াও সকল সরকারি অফিসের নিজস্ব ফেসবুক পেজে প্রচারের জন্য রিলস ভিডিও তৈরি করে গণভোট বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা চালানোর কথা জানান তিনি।

স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক খাতুনে জান্নাতের সঞ্চালনায় এসময় আরো বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. এনামুল হক, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা গণভোটকে সামনে রেখে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করা, সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ নিশ্চিত করতে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এ সময় জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে গণভোট কী, কীভাবে ভোট দিতে হবে তা উপস্থাপন করা হয়।

গাংনীর ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬৯ শিক্ষকের নিয়োগে অনিয়ম !

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগ দিতে জাল করা হয়েছে শিক্ষা অধিদফতরের ডিজির প্রতিনিধি, স্কুল কমিটির সভাপতি ও সদস্যের স্বাক্ষর। দুদকের প্রাথমিক তদন্তে এ উপজেলার ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এমন অন্তত ৬৯ ভুয়া শিক্ষকের সন্ধান মিলেছে।

তবে, এ সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা বলছেন, তৎকালীন জনপ্রতিনিধিদের চাপ ও প্রভাবে পুরো প্রক্রিয়াটি হয়েছে।

জানা যায়, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আবেদন আহ্বানের পর পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়। এটিই স্বাভাবিক নিয়ম হলেও মেহেরপুরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে হয়েছে ব্যতিক্রম। জেলার গাংনী উপজেলার ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামলে অন্তত ৬৯ জন ভুয়া শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, গাড়াবাড়িয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কে এ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এইচ এম এইচভি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, হাড়াভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এম জি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এনপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বি বি এন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাজীপুর মাথাভাঙা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, করমদি কল্যাণপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, এমবিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় মানিকদিয়া, এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাড়াভাঙ্গা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

তাদের অনেকের বেতন চালু হলেও যশোর শিক্ষা বোর্ডে সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমতি সম্বলিত কোনো চিঠির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। জালিয়াতির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে মোটা অংকের অর্থ লেন দেনেরও অভিযোগ উঠেছে।

জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হেলালুজ্জামান হেলু বলেন, আমি বিএনপি করার কারণে বিগত সরকারের সময় ঠিকমত স্কুলেই আসতে পারিনি। আমার অজান্তেই অনেক কিছু হয়ে গেছে।

২০২২ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা দায়িত্ব নেয়ার পর ব্যাক ডেটেড চার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। এই চারজনের সার্টিফিকেট যাচাই করে দেখা যায়, তাদের কাগজপত্র জাল। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা স্কুল পর্যন্ত আসে; তাদের ভয়ে সবকিছু ছেড়ে দিতে হয়।

তবে এইচ এম এইচ ভি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হালিম বলেন, তৎকালীন সময়ে জনপ্রতিনিধিরা যেভাবে চেয়েছেন নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সেভাবে করতে হয়েছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকরা নিয়োগের বিষয়ে সব অস্বীকার করছেন। তাদের দাবি, আমরা পরীক্ষা দিয়েছি, রেজাল্ট হয়েছে; এরপর আমরা নিয়োগপত্র পেয়েছি। তারপর যোগদান করেছি। বিষয়টা তো আদৌই সত্য না।

এ দিকে, বিষয়টি জানাজানি হলে একাধিক তদন্ত কমিটি করে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ। তনন্তে নামে দুর্নীতি দমন কমিশনও। এরইমধ্যে অনেক প্রমাণ তাদের হাতে এসেছে।

কুষ্টিয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক বুলবুল আহম্মেদ রিয়াদ বলেন, ‘এ বিষয়ে প্রাথমিক সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করবো। এরপর বিস্তারিত কাগজপত্র আমরা কমিশনে দাখিল করবো।’

একটি তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. একেএম নজরুল কবীর বলেন, ‘বড় অঙ্কের টাকা লেনদেনের মাধ্যমে ভুয়া নিয়োগের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। আমরা বিষয়টি আরও তদন্ত করছি।’

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রাহিম বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে একাধিক তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। তদন্ত কমিটিগুলোকে দ্রুত তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলমান রয়েছে। আমরা আশা করছি, অবশ্যই সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে এর সুরাহা করতে পারবো।’

মেহেরপুরের তিন উপজেলায় ১৭৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫ হাজার ৫৬৯ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।

মুজিবনগরে কলা বোঝায় পিকআপ উল্টে শ্রমিক নিহত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে কলা বোঝায় পিকআপ (মিনি ট্রাক) উল্টে হুমায়ুন আহমেদ (৩৫) নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২ শ্রমিক।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার সময় উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের কোমরপুর ইট ভাটার সামনে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত হুমায়ন মহাজনপুর গ্রামের বাদশা মিয়ার ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কলাবোঝাই একটি পিকআপ মুজিবনগরের মোনাখালী থেকে মহাজনপুরে শ্রমিকদের নামানোর উদ্দেশ্যে যায়। এসময় কোমরপুর গ্রামে মশিউর রহমানের ইটভাটা কাছে

পৌছালে একটি ট্রাকটরকে সাইড দিতে গিয়ে পিকআপটি উল্টে যায়। পিকআপের উপর বসে থাকা ৫/৬ জন শ্রমিক পিকআপের নীচে চাপা পড়ে। স্থানীয়রা তাদের দ্রুত উদ্ধার করে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে প্রেরণ করলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক হুমায়ুনকে মৃত ঘোষণা করে। অন্য শ্রমিকদের মধ্যে মহাজনপুর গ্রামের সাজু (২৫), সজিবুল গুরুতর আহত হয়। বর্তমানে তারা মেহেরপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান আছে।

নির্বাচন কমিশনে আপিল করেছেন সিপিবি প্রার্থী অ্যাড. মিজানুর রহমান

মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেছেন মেহেরপুর-১ আসনের সিপিবি’র মনোনিত প্রার্থী অ্যাড. মিজানুর রহমান।

গতকাল বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনে হাজির হয়ে তিনি আপিল করেছেন। আগামী ১৫ই জানুয়ারি আপিলের শুনানি হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলীর

দাফন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলীর দাফন সম্পন্ন হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলী (৭৫) মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ঢোলমারী গ্রামের মৃত কুরন আলীর ছেলে।

তিনি বুধবার সন্ধ্যায় বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় উপজেলার ঢোলমারী ঈদগাহ মাঠ প্রাঙ্গণে বীর মুক্তিযোদ্ধার মরদেহ জাতীয় পতাকা দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদান করা হয়।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা, মুজিবনগর থানা তদন্ত অফিসার (ওসি) গৌতম কুমার এবং মুক্তিযোদ্ধারা মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলীর মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরে মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি চৌকস পুলিশ দল মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করে। এ সময় বিউগলে করুণ সুর বেজে ওঠে।

গার্ড অব অনার প্রদান শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলীর আত্মার মাগফিরাত কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে ঢোলমারী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলীর জানাজা নামাজে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেন, লুৎফর রহমান, আয়ুব হোসেন, নায়েক আলী, সাবদার আলীসহ অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

গাংনীতে তারুণ্যের মেলা উপলক্ষে পিঠা উৎসব

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় তারুণ্যের মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় পিঠা উৎসবের। জমকালো এই পিঠা উৎসবে চিতই, পাটিসাপটা ও পাকানসহ নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠার সমারোহ লক্ষ্য করা গেছে।

পিঠা উৎসবের আয়োজনকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নানা ধরনের খেলা। পিঠা উৎসবে ১২টি স্টলে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও উদ্যোক্তারা নিজেদের স্টল পরিচালনা করেন।

দিনব্যাপী এ পিঠা মেলার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী পিঠা তৈরি করে উদ্যোক্তারা মেলায় হাজির হন। পাশাপাশি ছিল আধুনিক নানা ধরনের পিঠা। ১২টি স্টলে পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেন তারা। সকাল থেকেই তরুণ প্রজন্ম পিঠা উৎসবে ভিড় জমান এবং নতুন ও পুরোনো নানা রকমের পিঠার সঙ্গে পরিচিত হন।

পিঠা উৎসবের এমন আয়োজনে উদ্যোক্তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাদের মতে, এ ধরনের আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে আরও উদ্যমী ও সৃজনশীল করে তুলবে।

এছাড়াও তারুণ্যের মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। পরে আয়োজকরা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

মেহেরপুরে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে সদর উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল মিলনায়তনে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় সদর উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রায় ৪০টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা আক্তার হোসেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার মনিরুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আনিসুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ।